তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২০

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড পাঠাবে ডাক বিভাগ**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশজুড়ে বিস্তৃত ৯হাজার ৮শত ৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে চার কোটি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতের লেখা শুভেচ্ছা বাণী সংবলিত পোস্টকার্ড পাঠাবে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। এছাড়া ডাক বিভাগে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক স্ট্যাম্পগুলো বঙ্গবন্ধুর ছবিযুক্ত হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনের কালানুক্রম অনুসরণ করে ১০০টি ছবিকে আর্টওয়ার্কে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। এই উপলক্ষে গোল্ড ফয়েল যুক্ত পোস্টকার্ডও প্রকাশ করা হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জিপিওতে মুজিবশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনায় ডাক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় দু’টি ডিজিটাল ডিসপ্লে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা জানান। মন্ত্রী এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনার জাতীয় কর্মসূচির উদ্বোধনের পরবর্তী সময়ে টঙ্গিতে টেলিফোন শিল্পসংস্থা কার্যালয়, গুলশানে টেলিটক সদর দপ্তর এবং ঢাকার পরিবাগে বিটিসিএল সদর দপ্তরে পৃথক পৃথকভাবে ক্ষণগণনার ডিজিটাল ডিসপ্লে উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ডাকে যুদ্ধে গিয়েছি, দেশ স্বাধীন করেছি। কিন্তু যার অঙ্গুলি হেলনে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সেই বিজয়ের দিনও তিনি পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। ৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি দেশে ফিরলেন কিন্তু পরিবারের কাছে না গিয়ে তিনি আসলেন রেসকোর্স ময়দানে জনতার কাছে। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশকে পাকিস্তানের ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে আরো বিশ বছর আগে বাংলাদেশ সোনার বাংলায় পরিণত হতো। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা আজ তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের ফলে বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা -কর্মচারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যার যার অবস্থান থেকে আমরা যদি সঠিকভাবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করি তবে ডাক বিভাগ, টেলিটক, টেশিস, বিটিসিএল, বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল লিমিটেড-সহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন প্রতিটি সংস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব নূর- উর- রহমান এবং ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সুধাংশু শেখর ভদ্র বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মশিয়ুর রহমান, টেলিটক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন-সহ অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯

**কলকাতায় সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের ক্ষণ গণনা**

কলকাতা (ভারত), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

 বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কলকাতায় সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের ক্ষণ গণনা।

কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন আজ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের প্রতীকী বিমান অবতরণের মাধ্যমে শুরু হওয়া জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা অনুষ্ঠান অনুসরণের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। উপ-হাইকমিশনের ‘বাংলাদেশ গ্যালারি’-তে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ‘মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনা’ উদ্বোধন জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে বিটিভি কর্তৃক সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শকরা উপভোগ করেন।

এরপর উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করেন উপ-হাইকমিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল ও প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) শামীমা ইয়াসমীন স্মৃতি। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পদকপ্রাপ্ত তৎকালীন আকাশ বাণীর সংবাদকর্মী পঙ্কজ সাহা।

সভাপতির বক্তবে উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিবসটি বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশের ফিরে আসার মধ্যেই নিহিত ছিল স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা।

#

মোফাকখারুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৮

**সংসদ সদস্য মোঃ মোজাম্মেল হোসেনের মৃত্যুতে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের শোক**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

 বাগেরহাট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, বাগেরহাট-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোঃ মোজাম্মেল হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

 পৃথক পৃথক শোকবার্তায় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

#

দীপংকর/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২০১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৭

**ভিয়েতনামে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবাসন দিবস এবং জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনা উদ্‌যাপন**

হ্যানয় (ভিয়েতনাম), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

আজ ভিয়েতনামের হ্যানয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনার উদ্বোধন যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসাহ উদ্দীপনায় উদ্‌যাপন করা হয়।

এ উপলক্ষে রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ চ্যান্সারি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে দিবসটির সূচনা করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনার উদ্বোধনের মুহুর্তে হ্যানয়স্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দিনটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যগণ, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা-সহ সকল শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

রাষ্ট্রদূত দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দিবসের তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, জাতির পিতা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গত এক দশকে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ এবং ইতোমধ্যে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে, রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে আলোকপাত করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে রোল মডেল। ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে এ-আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শণীর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণ গণনা মুহুর্তের সাথে একযোগে বাংলাদেশ দূতাবাস হ্যানয়ে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়।

#

রেজা/মাহমুদ/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬

**ইসলামাবাদে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা উদ্‌যাপিত**

ইসলামাবাদ (পাকিস্তান), ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

 ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনার উদ্বোধন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর্যের সাথে পালন করেছে। এ উপলক্ষে হাইকমিশনের চান্সারি ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যান্য অতিথি এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন হাইকমিশনার ও হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

 অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে হাইকমিশনার তারিক আহসান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের সাথে মিল রেখে ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসও ক্ষণগণনার প্রতীকী উদ্বোধন করছে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবাসন দিবস থেকে ক্ষণগণনা শুরু করাটি ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ; কেননা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ের পর সসম্মানে ইসলামাবাদ থেকেই বঙ্গবন্ধু স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হন।

 এরপর জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শহীদুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৫

**বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উপলক্ষে নওগাঁয় বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রা**

নওগাঁ, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা শুরু উপলক্ষে আজ সকালে নওগাঁয় বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

সকাল ৭:৩০টায় শহরের এটিএম মাঠ থেকে মোটর শোভাযাত্রাটি বের হয়। দুই শতাধিক গাড়ি ও মোটর সাইকেল নিয়ে এ শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন নওগাঁ-১ আসনের সাংসদ ও খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও জেলা প্রশাসক হারুন-অর-রশীদ, পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান মিয়া, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জিএম ফারুক হোসেন পাটোয়ারী-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং মুক্তিযোদ্ধারা এ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রাটি নওগাঁ শহর থেকে প্রধান সড়ক ধরে বদলগাছী, পত্নীতলা, সাপাহার, পোরশা, নিয়ামতপুর ও মান্দা উপজেলা হয়ে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পুনরায় নওগাঁ শহরে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রাটি যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-সহ বিভিন্ন স্থরের মানুষ মোড়ে মোড়ে রাস্তার দু’পাশে দাঁড়িয়ে ফুল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

শোভাযাত্রাটি যাওয়ার পথে খাদ্যমন্ত্রী নজিপুর পৌরসভার জিরোপয়েন্ট, সাপাহার উপজেলার সদর, পোরশার সারাইগাছী মোড় ও নিয়ামতপুর উপজেলা সদর-সহ বিভিন্ন পথসভায় বক্তব্য রাখেন।

বিকেলে ঢাকায় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড় অস্থায়ী মঞ্চে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ঢাকায় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নওগাঁয় মুক্তির মোড়ে স্থাপিত ক্ষণগণনার ডিজিটাল ঘড়িটিও চালু করা হয়। পরে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুক্তির মোড়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, দেশের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ত্যাগ-তিতীক্ষা তা আজকের তরুণ প্রজন্মের অনেকেই সঠিকভাবে জানে না। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করা যায় না। তাই তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে এ আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

সুমন/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮২৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১১৪

**শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে**

 **---কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ পৌষ ( ১০ জানুয়ার) :

 বাংলাদেশে শিক্ষার গুণগত মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত এক দশকে শিক্ষার সর্বস্তরেই চোখে পড়ার মতো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষার এই ব্যাপক অগ্রগতি ও সক্ষমতা অর্জন অর্থনীতির ভিত্তিকেও করেছে মজবুত ও টেকসই।

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক আজ রাজধানীর আইডিয়াল কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, উপযুক্ত শিক্ষাই পারে সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে। জাতির পিতা শিক্ষাকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তিনি শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করেছিলেন। সংবিধানে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে তিনি উন্নত করতে চেয়েছিলেন।

 শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু এবং দেশের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করে দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের শিক্ষা নিতে হবে। পাশ করে বের হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। এমন কিছু করে যেতে হবে যাতে করে মানুষ চিরদিন মনে রাখবে শ্রদ্ধাভরে। এসময় তিনি বঙ্গবন্ধুর জীবনের কিছু ইতিহাস সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন করে নতুন প্রজন্মকে আধুনিক মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

 কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি অ্যাডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান প্রফেসর মমতাজ বেগম, কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. মোঃ শামসুল আলম খান, কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ জসিম উদ্দীন আহমেদ ও আওয়ামী লীগ নেতা প্রফেসর মেজবাউর রহমান ভূইয়া রতন।

#

গিয়াস/মাহমুদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩

**মো: মোজাম্মেল হোসেনের মৃত্যুতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও চিফ হুইপের শোক**

ঢাকা, ২৬ পৌষ (১০ জানুয়ারি) :

         স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বাগেরহাট-৪ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও সাবেক সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো: মোজাম্মেল হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া এবং চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

          পৃথক শোক বার্তায় স্পিকার বলেন, মো: মোজাম্মেল হোসেনের মৃত্যুতে জাতি এক বরেণ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হারালো। তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

তারিক/আশরোফা/শামীম/২০২০/১১.২৫ ঘণ্টা